জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
গুলফেশাঁ প্লাজা (১২তম, তলা) ৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ চেয়ারম্যান- ৯৩৩৫৫১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য- ৯৩৩৬৩৬৯, সচিব- ৯৩৩৬৮৬৩
হেল্প লাইন- ৯৩৪৭৯৭৯ (সকাল ০৯.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা)
ফ্যাক্সঃ ৮৩৩৩২১৯; ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com

স্মারক নং: জামাকন/প্রেস:বিজ্ঞ:/২৩৯/১৩-৯৯০ তারিখ: ২১ আগস্ট, ২০১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: **"বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের চরম লংঘন", শিশুদের দ্বারা জন্ম নিবন্ধন বিষয়ক গবেষণার প্রতিবেদন উপস্থাপন অনুষ্ঠানে কাজী রিয়াজুল হক।**

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একটি শিশুর প্রথম রাষ্ট্রীয় অধিকার হচ্ছে জন্ম নিবন্ধন। বাংলাদেশী নাগরিকদের শত ভাগ জন্ম নিবন্ধন করার ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু তারপরও সাধারণ জনগণের একটি অংশ জন্ম নিবন্ধন করছেনা। এই জনগোষ্ঠী কেন জন্ম নিবন্ধন করছে না- এ নিয়ে ঘাসফুল শিশু ফোরামের সদস্য গণের মধ্যে প্রশ্ন এবং এই জানার আগ্রহ থেকেই ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি গবেষক দল গঠন করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এই শিশু গবেষক দল। যার ফলশ্রুতিতে গত ছয় মাস যাবত একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এলাকার বিশিষ্ট নেতা, অভিভাবক, শিক্ষক এবং কাজীদের সঙ্গে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে শিশু গবেষক দল জন্ম নিবন্ধন এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশিষ্ট মহলের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে।

মহাখালীস্থ ব্র্যাক ইন সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করে ঘাসফুল শিশু ফোরাম। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, "বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের চরম লংঘন।" তিনি ঘাসফুল শিশু ফোরাম এর সাথে পার্টনারশিপে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসিমা বেগম এনডিসি বলেন, "যত বেশী শিশু সংগঠন হবে, ততই দেশের উন্নয়ন হবে, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, জাতি তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে। তোমরা জন্ম নিবন্ধন নিয়ে যে গবেষণা করলে সেটা বড়দের দ্বারাও করা সম্ভব না। বাল্য বিবাহ তখনই বন্ধ করা সম্ভব হবে যখন ১৮ বছরের নীচের শিশুরা নিজেরাই বলবে আমি ১৮ বছরের নীচে বিবাহ করব না, জন্ম নিবন্ধনই অনেক কাজ কে সহজ করে দিবে"।

জনাব শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি, রেজিস্ট্রার জেনারেল, এলজিডি বলেন "অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন আবেদন প্রক্রিয়ার কাজে পুরোপুরি চালু হলে জন্ম নিবন্ধনে ভুল তথ্য আসার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যাবে, তোমাদের গবেষণার প্রতিবেদন আমাদের কাজকে এগিয়ে দিয়েছে। তোমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণা করেছ সেটা আমাদের কাজকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে এসেছে। তোমাদের উদ্দেশ্যগুলোই আমার কাজ।" বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর বিভাগের সাবেক পরিচালক প্রফেসর সালমা আক্তার বলেন, "তোমরা যে কাজ করেছ এটা আমি আমার ছাত্রদেরকে দেখাব, শিশুদের দ্বারা এমন একটি সুন্দর গবেষণা কার্যক্রম হতে পারে এটা একটা উদাহরণ।" ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল ডিরেক্টর ফ্রেড উইটেভেন, তার বক্তব্যে বলেন, "জন্ম নিবন্ধন একটি শিশুর রাষ্ট্রীয় প্রথম পরিচয়। আমাদের শিশুরা জন্ম নিবন্ধন নিয়ে এমন একটা গবেষণা কার্য সম্পাদন করেছে। এটা খুব সুন্দর একটা কাজ। ওয়ার্ল্ড ভিশন ভবিষ্যতে শিশুদের এই রকম কাজে আরো উৎসাহ যোগাবে।"

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন চন্দন জেড গমেজ, ডিরেক্টর স্ট্র্যাটেজিক প্রোগ্রাম সাপোর্ট এন্ট এডভাইজারি সার্ভিসেস, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এবং অঞ্জলি জে কস্তা, রিজিওনাল ফিল্ড ডিরেক্টর, জে কস্তা, রিজিওনাল ফিল্ড ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল ইস্টার্ন রিজন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।

বার্তা প্রেরক

21/08/16

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (জামাকন), বাংলাদেশ